দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... FEB..1 .. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ... ৫......

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত প্রতিহত করা হইবে

.... জামায়াত

গতকাল (রবিবার) জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এক বৈঠকে বলা হয়, কবি শামসুর রাহমানকে হত্যার কথিত প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করিয়া সরকার এবং একশ্রেণীর সংবাদপত্র

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

জামায়াত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ইসলামী আন্দোলন, সংগঠন, মাদ্রাসা তথা সামগ্রিকভাবে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভ্রান্তি ছড়াইতেছে। জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কবি শামসুর রাহমানের বাসভবনে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটিয়াছিল এবং ইহার জন্য কাহারা দায়ী তাহা উদঘাটনে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী করা হয়। বৈঠকের প্রস্তাবে বলা হয় কবি শামসুর রাহমানের বাসভবনে কোন হামলার ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে তাহা অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু সরকারী ছাত্র সংগঠনের তিনজন কর্মী কবির বাসভবনে কবিতার জন্য গিয়াছিল বলিয়া পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ ঘটনাটি পরবর্তী সময়ে মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষকদের উপর চাপাইয়া যেভাবে কাহিনী প্রচার করা হইতেছে তাহাতে জনমনে সন্দেহ তীব্র যে, ঘটনাটি একটি সাজানো নাটক।

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের যে কোন ষড়যন্ত্র জাতি প্রতিহত করিবে। অপর প্রস্তাবে বলা হয়, কর্ম পরিষদ গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, কলিকাতা হইতে ঢাকায় ফেরত আসিয়া প্রধানমন্ত্রী সংবাদিক সম্মেলনে বিচার বিভাগ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলেন, "২৫ ও ২৬শে আগষ্ট দুইদিনে ১২শত লোকের জামিন হইয়া গেল। পুলিশ জীবনের ঝুঁকি নিয়া ক্রিমিনালদের ধরে। ২০ দিনও যায় না তাহারা জামিন নিয়া বাহির হইয়া আসে এবং ঘুরিয়া বেড়ায় সেই পুলিশেরই নাকের ডগায়। এভাবে তো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং জনজীবনের নিরাপত্তা দেওয়া কঠিন ব্যাপার। এই বিষয়গুলি আপনারা লেখেন না কেন? আমি এই সকল বিষয়ে বেশী কথা বলিতে গেলে বলা হইবে বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে।"–কর্মপরিষদ মনে করে প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখিত উক্তি অসত্য, অশোভন ও অনাকাঙ্ক্ষিত এবং বিচার বিভাগের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপের শামিল।

–প্রেস বিজ্ঞপ্তি